



(৫০) যেন তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গর্ভ (৫১) হটগোলের কারণে পলায়নপর। (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। (৫৩) কখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না। (৫৪) কখনও না, এটা তো উপদেশমাত্র। (৫৫) অজ্ঞাব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। (৫৬) তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

সূরা আল-ক্বুয়ামাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আমি শপথ করি কেয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ষিক্কার দেয়—(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (৪) পরন্তু আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়; (৬) সে প্রশ্ন করে—কেয়ামত দিবস কবে? (৭) যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে—(১০) সে দিন মানুষ বলবেঃ পলায়নের জায়গা কোথায়? (১১) না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (১২) আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুন্মান,

অথবা গোনাহ ও অপ্রীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ করে এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফের। কাফেরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জেরেসোরে সুপারিশ করে, তাতেও উপকারী হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই شَاءَ اللَّهُ বলা হয়েছে।

কাফেরের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না : এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহগার হলেও তার জন্যে সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সংকর্মপরায়ণগণ—এমন কি সাধারণ মুমিনগণও অপরের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুল হবে। তবে কাফেরের জন্যে কারও কোন সুপারিশ কাজে আসবে না।

এখান তذكرو তাখা উপদেশ বলে কোরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাস্তিক অর্থ স্মারক। কোরআন পাক আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী, রহমত, গণব সওয়াব ও আযাবের অদ্বিতীয় স্মারক।

আনুশঙ্গিক স্তোত্রব্য বিষয়

শেষে বলা হয়েছে كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ অর্থাৎ, নিশ্চিতই কোরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ।—এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে—কেরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

এই اهل تقوى আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে হুদায়ে এনে দেবে। একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। اهل مغفرت হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় অপরাধী গোনাহগারের অপরাধ ও গোনাহ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।

সূরা আল-ক্বুয়ামাহ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْوَّامِئَةِ ۗ এখানে لَا অব্যয়টি

অতিরিক্ত। কারণ বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিক্ত لَا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না', এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কেয়ামত ও পরকাল আশিষ্টাঙ্গীদেরকে হুদায়ে ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জওয়াব দান করা হয়েছে। প্রথমে কেয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওয়ামা' তথা ষিক্কারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা

হয়েছে। শপথের জওয়ান স্থানের ইঙ্গিতে উহা আছে। অর্থাৎ, কেয়ামত অবশ্যজ্ঞাবী। কেয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী হয়েছে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমনভাবে নফসে-লাওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। নফস শব্দের অর্থ প্রাণ ও আত্মা সুবিদিত। لَوْمَةٌ শব্দটি لَوْمٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও ঝিকার দেয়া। ‘নফসে লাওয়ামা’ বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ঝিকার দেয়। অর্থাৎ, কৃত গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ক্রটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সংকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সংকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সং ও অসং কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ক্রটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সংকাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সংকাজ করতে পারত। সে বেশী সংকাজ করল না কেন? এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।— (ইবনে-কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) নফসে-লাওয়ামার তফসীর করেছেন ‘নফসে-মুমিনা।’ তিনি বলেছেন : আল্লাহর কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ঝিকারই দেয়। সংকর্মসমূহেও সে আল্লাহর শানের মোকাবেলায় আপন কর্মে অভাব ও ক্রটি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ক্রটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে ঝিকার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নফসে-লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মুমিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সন্মম প্রকাশ করা, যারা নিজদের কাজকর্ম হিসাব করে ক্রটির জন্যে অনুতপ্ত হয় ও নিজদেরকে তিরস্কার করে।

নফসে-লাওয়ামার এই তফসীরে ‘নফসে-মুতমায়িনাও’ দাখিল আছে। এগুলো ‘নফসে-মুত্তাকীরই’ উপাধি।

নফসে আশ্বারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িনা : সুফী বুর্খানগণ বলেন : নফস মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে لَوْمَةٌ بِأَلْسِنَتِهِمْ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সংকর্ম ও সাধনার বলে সে নফসে-লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ক্রটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সংকর্মে উন্নতি ও ষোদায়ী নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িনা উপাধিপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কেয়ামত অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জওয়ান আছে। প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে? জওয়াবে বলা হয়েছে :

بَلِّدٌ يُدْرِكُ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَاتُهُ -এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহকে একত্রিত করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ : অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছে যে,

দুনিয়াতে পালিত ও বর্ধিত প্রত্যেক মানুষ বিশেষ বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাপালী সত্তা প্রথমবার সারাবিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে একত্রিত করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

لَيْفَ جُرَّ أَمَامَهُ -এর অর্থ সস্মৃৎ ও ভবিষ্যত। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফের ও গাফেল মানুষ আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের এসব চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে ; বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শেরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়।

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَفَّتِ الْقَمَرُ وَجُوعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ এখানে কেয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। بَرِقَ অর্থ চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল এবং দেখতে পারল না। কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না। خَسُوفٌ শব্দটি خَسُوفٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। وَجُوعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ এতে বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্রই জ্যোতিহীন হবে না ; বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন : কেয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্রিত করা হবে এবং উভয়ের জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়চল থেকে উদ্ভিত হবে। কোন কোন রেওয়াজে তাই বর্ণিত আছে।

يُنْتَبِئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ -অর্থাৎ, মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সংকাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সং অথবা অসং, উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন : مَا قَدَّمَ বলে এমন সংকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং مَا أَخَّرَ বলে এমন সংকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

بَلِّدٌ يُدْرِكُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَادِيرَهُ -এর অর্থ চক্ষুমান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। بَصِيرَةً -এর অর্থ বহুবচন। এর অর্থ প্রমাণ। مَعَادِيرُ শব্দটি ওয়ার অর্থ বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সং অসং কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا -অর্থাৎ, দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের



(১৫) যদিও সে তার অভূহাত পেশ করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পার্শ্বি জীবনকে ভালবাস। (২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন প্রশ্ন কঠোর হবে। (২৭) এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে (২৮) এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে (২৯) এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন, আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি; (৩২) পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দস্তভরে পরিবার-পরিজনদের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) সে কি স্থলিত বীর ছিল না? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল—নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আল্লাহ সৃষ্টদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুমান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে **بَصِيرَةٌ**—এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অন্ধ-প্রত্যক্ষ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ক্রটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহনাবাদি ত্যাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অভূহাত পেশ করতেই থাকবে। **وَ لَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ** বাক্যের অর্থ তাই।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ পর্যন্ত কেয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ)—কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল (আঃ) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। (এক) কোথাও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। (দুই) কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উঠাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরাঈল (আঃ) কোন আয়াত শোনাতে, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহবা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোরআন বিস্তৃত পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হ-বহ পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)—কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহবাকে দ্রুত নাড়া দেয়ার কষ্ট করবেন না। **وَ لَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ** বাক্যের অর্থ তাই। এরপর বলেছেন, **إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ**, আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হ-বহ আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে, **فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ) কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

অবশেষে বলা হয়েছে **إِنَّ عَلَيْنَا يَمِينَهُ** অর্থাৎ, আপনি এ চিন্তায় করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব।

وَ وَجُودَهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ অর্থাৎ, সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-খুশী ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জল্লাতীশ চর্চকে আল্লাহ

তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুনুত-ওয়াল-জামাআতের সকল আলেম ও ফেকাহুবিদ এ বিষয়ে একমত। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতীগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ, শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল-বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।— (মায়হারী)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الرَّاقِيَ وَوَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ

আয়াসমূহে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঈমান ও সংকর্মে দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, গাফেল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কঠনালীতে এসে ঠেকে। পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা। وَالْمَعْتَبِ السَّائِقِ بِالسَّائِقِ—এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এখানে দুই গোছা বলে দুই জগৎ—ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,

তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় গ্রেফতার থাকবে।

أَوَّلُ لَكَ فَأَوَّلِي وَفَرَأَوَّلِي لَكَ فَأَوَّلِي—এর অর্থ হল, অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্যে এখানে চারবার **وَأَوَّلِي** তথা দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমার প্রাপ্য।

أَلَيْسَ ذَلِكُ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَوِّعَ السَّوْئِ—অর্থাৎ, জীবন-মৃত্যু ও সারা বিশ্ব যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কেয়ামার এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত **أَلَيْسَ ذَلِكُ مِنَ الشَّاهِدِينَ** অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা স্বীকার শেষ আয়াত **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْعَالَمِينَ** পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের **فِي أَيِّ حَدِيدٍ بَعْدَ تَبَعْدٍ يُؤْمِرُونَ** আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিত **أَنَا بِاللَّهِ**

সূরা আল-কেয়ামাহ সমাপ্ত